ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যৌনতা ও লজ্জা কোনোটাই আমার নেই : কাজল

পৃঃ ৫

ভারতীয় নির্বাচকদের খোঁচা দিলেন গাভাস্কার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৭৮ ● কলকাতা ● ১৩ আষাঢ়, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৯ জুন, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সিমলার বৈঠকেই আসনরফা নিয়ে

প্রাথমিক আলোচনা বিরোধীদের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিমলায় বিরোধীদের মেগা বৈঠক হতে পারে আগামী ১৪ জুলাই। সব ঠিক থাকলে বিরোধী শিবিরের বড় নেতারা ১৩ জুলাই পৌঁছে যাবেন। কংগ্রেস শাসিত হিমাচল সরকারের আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন তাঁরা। ১৩ তারিখ প্রাথমিকভাবে একটা আলোচনা হবে। ১৪ তারিখ আনুষ্ঠানিক বৈঠক। এমনটাই সূত্রের খবর। সূত্রের দাবি, আঞ্চলিক দলগুলি চাইছে কংগ্রেস নিজেদের 'অহং' ছেড়ে আলাদা আলাদা রাজ্যের 'বাস্তব' পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আসন দাবি করুক। তাতে আসন সমঝোতায় সুবিধা হবে। তবে কংগ্রেস সূত্রের খবর, দল আসন সমঝোতার ব্যাপারে নমনীয় হলেও মাত্রাতিরিক্ত নমনীয়তা দেখাবে না। যেখানে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি আত্মত্যাগে রাজি নয় হাত শিবির। তাছাড়া বাংলা, দিল্লি, পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতে জোট নিয়ে এখনও জটিলতা রয়েছে। সেই রাজ্যগুলি নিয়ে সিমলায় আলোচনা হবে কিনা স্পষ্ট নয়।সূত্রের খবর, সিমলার বিরোধী বৈঠক আরও ব্যাপক এবং আরও বৃহত হতে পারে। আগের বৈঠকে যে ১৭টি দল অংশ নিয়েছিল, তার পাশে আরও বেশ কয়েকটি ছোট দল অংশ নিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে আরএসপি , ভিসিকে, আইইউএমএল ইয়ামল, ফরওয়ার্ড ব্লক। সব মিলিয়ে সিমলার মহাবৈঠকে অন্তত

এরপর ৩ পাতায়

নিয়োগ দুর্নীতিতে তলব!

সায়নীর থেকে কী কী চেয়ে পাঠালো ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেই কুন্তলের সূত্র ধরেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার ইডির আতস কাঁচের নীচে অভিনেত্রী তথা রাজ্যের যুব তৃণমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষ । শিক্ষক কেলেঙ্কারি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে মঙ্গলবার সায়নীকে নোটিস দিয়েছে ইডি । শুক্রবার সকাল ১১টার মধ্যে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে সায়নীকে। অন্যদিকে, তাঁর কটি ফ্ল্যাট, বাড়ি রয়েছে! কোথায় কোথায় রয়েছে এই সমস্ত কিছুর নথি দেখতে চাওয়া হয়েছে। কোথায় জমি রয়েছে তার খতিয়ান জানতে চাওয়া হয়েছে। তাঁর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব-নিকেশও জানতে চেয়েছে ইডি। এই গুচ্ছ-গুচ্ছ নথি-তথ্য নিয়েই শুক্রবার ইডি দফতরে যেতে হবে সায়নীকে।বঙ্গের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত হুগলীর বহিষ্কৃত তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের সূত্র ধরেই নাম জড়ালো অভিনেত্রীর। কুন্তলের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সায়নীকে তলব করা হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টররেট সূত্রে খবর। আর্থিক লেনদেন এমনকি সম্পত্তি কেনাবেচাতেও একাধিক ক্ষেত্রে সায়নীর নাম উঠে এসেছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর। এই সমস্ত বিষয়ে বিশদে জানতেই সায়নীকে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, সায়নীকে দশ বছরে আয়কর রিটার্নের হিসাব জমা দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নেত্রীর সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিও চেয়েছে ইডি। এই সমস্ত অ্যাকাউন্টের শুরু থেকে যাবতীয় লেনদেনের হিসাবও চাওয়া হয়েছে বলে। শুধু তাই নয়, চাওয়া হয়েছে অভিনেত্রীর যাবতীয় সম্পত্তির খতিয়ান।

পঞ্চায়েত ভোটে দফা বাড়ছে না,

রাজ্য সরকারকে ২০০ শতাংশ সহযোগিতা করতে বলল হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু অধিকারীরা দাবি জানালেও পঞ্চায়েত ভোটের দফা বাড়ছে না। ভোট হবে এক দফাতেই এ ব্যাপারে ঢুকতে চাইল না কলকাতা হাইকোর্টও। তবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বুধবার তাঁর নির্দেশে জানিয়ে দিলেন, ভোট শান্তিপূর্ণ ও অবাধ করতে রাজ্য সরকার যেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ২০০ শতাংশ সহযোগিতা করে।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক চিঠি দিয়ে জানিয়েছে বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে তারা ঠিকমতো লজিস্টিক্স সাপোর্ট পাচ্ছে না। বাহিনীর জন্য ন্যূনতম পরিষেবার ব্যবস্থা করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে তা মেনে চলতে হবে।

এখন কৌতূহলের বিষয় হল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কি ৩৩৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে নাকি হাইকোর্টের নির্দেশ মতো আরও ৪৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। সেই বিষয়টা এদিনও অবশ্য স্পষ্ট হয়নি। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে আদালত অবমাননা মামলার এদিন শুনানি ছিল। ওই শুনানিতে রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী ছিলেন তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

আপনি কি
বি এড
করিতে চান?

ভর্তি চলছে

তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
নিউজ সারাদিনের স্টাডি সেন্টারে

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা
আজই যোগাযোগ করতে পারেন।

মোবাইল :৯৫৬৪৩৮২০৩১

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
সর্বমোট		৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
সর্বমোট		৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নিউজ সারাদিন প্রকাশনী থেকে আপনি কি
বই প্রকাশ করাতে চান,
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন

যে কোনো বই প্রকাশ করতে পারেন।

গল্প ● উপন্যাস ● কবিতা ও অন্যান্য

যোগাযোগ : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

নির্বাচনের বাকি ১০!

এদিকে ১৫ দিন বিশ্রামের পরামর্শ মমতাকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১০ দিনের মাথায় অনুষ্ঠিত হবে ২০২৩-সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে প্রচারের ময়দানে প্রার্থীরা। যে সময়ে প্রচার ময়দানে থাকার কথা সেই সময়ে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বনেদ্যাপাধ্যায়কে। জলপাইগুড়িতে নির্বাচনী প্রচার থেকে ফেরার সময় ঘটে বিপত্তি। কী হতে চলেছে পঞ্চায়েত দখলের ফলাফল তা নিয়েও উন্মাদনার শেষ নেই। জয় নিয়ে আশাবাদী শাসক-বিরোধী সব শিবিরই। জায়গায় জায়গায় চলছে প্রচার। এরই মাঝে কিনা চোট পেলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তবে কি ভরসা অভিষেক? তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও চার নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। উল্টো রথ থেকে আবার কোমর বেঁধে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছে বিজপিও। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের লড়াই চলছে। চলছে পালা বদল। এদিকে সন্ত্রাসও অব্যাহত। বোমা-আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার তো রোজের ঘটনা। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে নজর কাড়ছে একের পর এক ঘটনা। এখন দেখার তৃণমূল নেত্রী বিশ্রামের পরামর্শ মেনে চলবেন নাকি প্রচার সারবেন ভার্চুয়ালি। প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে দুর্যোগের কবলে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার। করতে হয় জরুরী অবতরণ। আর সেই সময় কপ্টার থেকে নামতে গিয়ে চোট পান তৃণমূল নেত্রী। কলকাতায় ফিরতেই এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। আগামী ১৫ দিন তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বাকি আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন। এই সময়ে চোট পেয়ে বাড়িতে থেকেই তৃণমূল নেত্রী চিকিৎসা করাতে চলেছেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে, প্রয়োজনে বিকেলে হাসপাতালের তরফে কোনো চিকিতসক কালীঘাটে গিয়ে দেখে আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তার হাঁটুতে জল জমেছে বলেও জানা যাচেছ। প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোট লাগার খবর চাউর হতেই আলোড়ন পড়ে রাজ্য রাজনীতিতে। কটাক্ষ-ব্যঙ্গ-আক্রমণ শুরু করে দেয় বিরোধীরা। বোট এলেই সঙ্গী হুইল চেয়ার? বিরোধী মহলে তোলা হচ্ছে এমনই সব প্রশ্ন। এর আগে বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙা পায়ে নন্দীগ্রামে প্রচার চালিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও কি হুইল চেয়ারকে সঙ্গী করে প্রচারে যাবেন নাকি সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন তা নিয়ে রয়েছে ধন্দ। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশই বলছেন, ভোটের সময় অসুস্থ বলে বাড়িতে চুপ চাপ বসে থাকতে পারবেন না মমতা। তার ওপর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব করা হয়েছে সায়নী ঘোষকে। সব মিলিয়ে তৃণমূলের আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

হাইকোর্টে রাজীব সিনহা,

সশরীরে আদালতে গিয়ে হলফনামা দিলেন নির্বাচন কমিশনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুচ্ছ মামলা আদালতে ঝুলে রয়েছে। কোনওটা মনোনয়ন সংক্রান্ত, কোনটা আবার বাহিনী মোতায়েন নিয়ে। বুধবারও বেশ কিছু মামলার শুনানি রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। এরমধ্যেই এদিন কলকাতা হাইকোর্টে সশরীরে উপস্থিত হলেন রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। নির্বাচন সংক্রান্ত যে যে মামলা হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হল দফা বাড়িয়ে পঞ্চায়েত ভোট করা হোক। সেই মামলা দায়ের করেছেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকি। এদিন রাজীব সিনহা বলেন, এখনও পর্যন্ত যা নির্ঘণ্ট তাতে এক দফাতেই পঞ্চায়েত ভোট হবে। এদিন সাংবাদিকরা রাজীব সিনহাকে প্রশ্ন করেন, কোনও মামলার বিষয়ে আপনি আদালতে এসেছেন? জবাবে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, একটি মামলার হলফনামা দাখিলের বিষয়ে তিনি হাইকোর্টে এসেছেন। বাহিনীর ব্যাপারেও এদিন ইতিবাচক কথা শুনিয়েছেন রাজীব। তিনি বলেন, বাহিনী চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে বাহিনী আসবে। মাঝে কয়েকদিন ৪৮৫ কোম্পানি বাহিনী নিয়ে জট পেকেছিল। তা অবশ্য খুলেছে। এদিন রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, প্রতি বুথে কি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে? জবাবে তিনি বলেন, 'এখনও হিসাব করা হয়নি। সময় মতো সবটা করা হবে।'

ভোর সন্ধ্যায় তাণ্ডব, গুলিবিদ্ধ তিন,

ডাকাতদের ছোড়া বোমায় মৃত্যু এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের, ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়

মালদা: সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটলো মালতীপুরে। ডাকাত দলকে বাধা দিতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল সিভিক ভলেন্টিয়ারের। মঙ্গলবার রাত্রে বোমা পিস্তল নিয়ে দুষ্কৃতীরা সোনার দোকানে চড়াও হয়। লুটপাট চালানোর সময় বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় তারা। সে সময় দোকান মালিক গৌতম সেন সহ তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের চিকিৎসার জন্য চাচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তারা চিকিৎসাধীন। পালানোর সময় ডাকাতদের ছড়া বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় সিভিক ভলেন্টিয়ার মমিনুল হক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান চাচোলের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভেন্দু মন্ডল ও চাচোল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে কাশিমপুরে মমিনুরের মৃতদেহ ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। দেহের পাশে একটি বন্ধু পাওয়া যায়। অনুমান করা হচ্ছে, ডাকাতরা বন্দুকটি ফেলে গিয়েছে।

এদিন রাত্রি আটটা নাগাদ মালতীপুর দুর্গা মন্দিরের পাশে একটি সোনার দোকানে হামলা চালায় দাকত দল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আটজনের ডাকাত দল চারটি বাইক নিয়ে ওই সোনার দোকানের সামনে হাজির হয়। ডাকাতি করার আগেই প্রথমে কয়েকটি বোমা ফাটাই তারা। তারপর দোকান মালিক কে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালায়। এরপর ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ টাকা ও সোনা, রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দেয় ওই ডাকার দল।

এদিকে ডাকাতির খবর পেয়ে তৎপর হয় পুলিশ। খবর পৌঁছে যায় বিভিন্ন এলাকায়, নাকাচেকিং থাকা পয়েন্টেও। সেইসময় বাড়িতেই ছিলেন সিভিক ভলেন্টিয়ার মমিনুল হক। ডাকাতির খবর পেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পরে। সেইসময় তার সামনে পরে যায় ডাকাতদল। ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে তাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে দুষ্কৃতীরা। বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয় যায় মমিনুলের মুখ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।

ডাকাতির খবর জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালতিপুরে। ঘটনায় আতঙ্কিত রয়েছে এলাকাবাসী।

রাজ্যপালের ১০ উপাচার্য নিয়োগের

সিদ্ধান্ত বৈধ, রায় আদালতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল বেআইনি ভাবে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন, এই অভিযোগে যখন বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে বিক্ষোভের মুখে সি ভি আনন্দ বোস , ঠিক তখনই কলকাতা হাইকোর্ট ওই উপাচার্য নিয়োগ বৈধ বলে জানিয়ে দিল। প্রধান বিচারপতি টি এস শিভগননমের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন বলেছে, ওই দশ উপাচার্যের নিয়োগ সম্পূর্ণ বৈধ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠকে বসেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উপাচার্যরা মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে চলে এসেছিলেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই রাজ্যপাল যাদের উপাচার্য পদে নিযুক্ত করেছিলেন তাদেরকে নিয়েই আজকের এই বৈঠক। সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কী অবস্থা, কোথায় কী খামতি রয়েছে, কী করলে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন আরও ভাল হবে, তা উপাচার্যদের কাছ থেকে জানতে এদিনের বৈঠকে বসেছেন আনন্দ বোস। আদালতের আরও নির্দেশ, ওই উপাচার্যদের বেতন আটকে রাখা যাবে না। রাজ্য সরকারকে তাদের সমস্ত আর্থিক সুযোগ সুবিধা মিটিয়ে দিতে হবে। উচ্চশিক্ষা নিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে অনেকদিন ধরে নবান্নের সংঘাত চলছে। রাজ্যপাল সরকারকে না জানিয়ে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করায় ক্ষুব্ধ হন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু । রাজ্যপালের এই আচরণকে তিনি মত্ত হস্তীর দাপাদাপি বলেও কটাক্ষ করেন। এরই মধ্যে ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবন-নবান্ন সংঘাত চরমে ওঠে। রাজ্যের অভিযোগ, শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে রাজ্যপাল একতরফা ভাবে ওই উপাচার্যদের নিয়োগ করেছেন। ব্রাত্য জানান, ওই নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ। তা রাজ্য সরকার মানছে না। উপাচার্যদের বেতনও আটকে দেওয়া হবে। একজন ছাড়া বাকি নয়জন উপাচার্য রাজ্যপালের দেওয়া নিয়োগপত্র অনুযায়ী কাজে যোগ দেন। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য সরকার হাইকোর্টে যায়। একক বেঞ্চ রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত ঠিক রায় দেয়। তাকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হয়। বুধবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলা খারিজ করে দিয়ে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত বৈধ বলে ঘোষণা করে। এর ফলে রাজ্য সরকার ফের ধাক্কা খেল।

নিয়োগ দুর্নীতিতে তৎপর সিআইডি,

বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিমকে তলব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতি মামলায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। শাসক দলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধী দল গুলি। পর পর একাধিক মামলা হাইকোর্টের অধীনে তদন্তভার পড়েছে তদন্তকারীদের ওপর। আর এই দুর্নীতি মামলা গুলির মধ্যে অন্যতম হল কল্যাণী এইমসের নিয়োগ দুর্নীতি। আর এই মামলায় প্রথম থেকেই তদন্ত নেমেছিল সিআইডি। প্রসঙ্গত, কল্যাণী এইমসের দুর্নীতির মামলায় ততপর সিআইডি। এই মামলায় ইতিমধ্যেই নাম জড়িয়েছে বিজেপির একাংশের নেতা-মন্ত্রীদের। এর আগে দুর্নীতির মামলায় বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানাকে তলব করে রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা। বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল যে, বিজেপি নেতা তার প্রভাব খাটিয়ে নিজের মেয়ে মৈত্রেয়ীকে কল্যাণী এইমসে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতেই এই মামলার তদন্তের জন্য বাঁকুড়ায় নীলাদ্রি শেখরের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেন সিআইডি-র আধিকারিকরা। তবে একাধিকবার বাধা আসার পরও তদন্তে সেই রকম ভাবে গতি ফেরেনি। তবে এবার ফের একবার এইমসের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষে তলব করা করল সিআইডি। জানা গিয়েছে, কল্যাণী এইমসে পুত্র-বধূকে নিয়োগ কাণ্ডে তদন্ত শুরু করেই সিআইডি নজরে আসেন বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ। এর আগেও বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা ও তাঁর মেয়েকে তলব করলেও এইবার দুর্নীতির মামলায় বঙ্কিমকে তলব করল রাজ্যের তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এরপর ৩ পাতায়

৬ ফুট লম্বা রূপার ঝাটা দিয়ে পথ মার্জনা করে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে উল্টোরথযাত্রার সূচনা করছেন আদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারী মুরালভাই এবং শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

পঞ্চায়েত ভোটে দফা বাড়ছে না, রাজ্য সরকারকে ২০০ শতাংশ সহযোগিতা করতে বলল হাইকোর্ট

সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, আপনারা এক দফায় ভোট করাচ্ছেন। এর আগে কয়েক দফায় ভোট হয়েছিল। তবে এবার যেহেতু এক দফায় ভোট, তাই ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে আপনাদের (রাজ্য সরকারের) পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দরকার। আপনারা যেন ২০০ শতাংশ সহযোগিতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বিচারপতি যখন এই নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যাঁ ধর্মাবতার বলে আশ্বাস দেন। পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে রাজ্য নির্বাচন কমিশন যথাযথ সাহায্য করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। কমিশন কবে কী করবে সেই সব খুঁটিনাটিতে আমরা যাচ্ছি না। তবে কমিশনকে মাথায় রাখতে হবে যে নির্বাচন ব্যবস্থার উপর যেন মানুষের আস্থা থাকে। ভোট যেন শান্তিপূর্ণ ও অবাধ হয়।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক চিঠি দিয়ে জানিয়েছে বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে তারা ঠিকমতো লজিস্টিক্স সাপোর্ট পাচ্ছে না। বাহিনীর জন্য ন্যূনতম পরিষেবার ব্যবস্থা করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে তা মেনে চলতে হবে।

১-ম পাতার পর

সিমলার বৈঠকেই আসনরফা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা বিরোধীদের!

২০টি দল অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে আম আদমি পার্টির ওই বৈঠকে যোগ দেওয়া নিয়ে সংশয় এখনও অব্যাহত। কারণ দিল্লি অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেস এখনও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। তবে তাতপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সিমলার ওই বৈঠক থেকেই প্রাথমিকভাবে আসন সমঝোতার আলোচনা শুরু হয়ে যেতে পারে। সূত্রের খবর, যে সমস্ত রাজ্যে জোট নিয়ে বিশেষ জটিলতা নেই, সেই রাজ্যগুলিতে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যেতে পারে। শোনা যাচ্ছে শিমলার বৈঠকে বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে স্থানীয় দলগুলির জোট রয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে আসন সমঝোতা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা সিমলাতেই হয়ে যাবে। আবার উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য যেখানে স্থানীয় দলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটে বিশেষ জটিলতা নেই, সেই রাজ্যেও আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হয়ে যেতে পারে।

২ পাতার পর

নিয়োগ দুর্নীতিতে তৎতপর সিআইডি, বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিমকে তলব

তবে এই মুহূর্তে ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে হাজিরা দিতে পারছেন না বলেই সিআইডিকে জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। পাশাপাশি ভোট মিটলে তারপর হাজিরা দেবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। সিআইডি সূত্রে খবর, কল্যাণী এইমসে নিয়োগে দুর্নীতির কথা এর আগে তুলে ধরেছিলেন মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তির অভিযোগ ছিল, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মতো কল্যাণী এইমসে প্রভাব খাটিয়ে বেআইনি নিয়োগ করা হয়েছে। এরপর বেআইনি নিয়োগের অভিযোগে বিজেপির দুই সাংসদ, দুই বিধায়ক-সহ ৮ জনের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়। এরপরেই তদন্তে নামে সিআইডি। তদন্তে জেরে এফআইআরে নাম উঠে বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা ও চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ-সহ ৮ জনের।

খড়্গপুরের অন্ধকার জগতের সম্রাট ছিলেন বাসব রামবাবু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেদিনীপুর আদালতে পুলিশের গাড়িতেই তিনি এলেন। তাঁকে দেখেই এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল, 'আজ কেয়া হোগা?' স্মিত হেসে সেই ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'উপরওয়ালা বাতা সাকতা হ্যা।' পরে বেকসুর খালাস হলেন। চোয়াল শক্ত করে এজলাস ছাড়লেন যিনি, তিনি বাসব রামবাবু। সাংবাদিকদের সঙ্গে সেভাবে কোনওদিনই অসহযোগিতা করেননি রেলশহরের বেতাজ বাদশা রামবাবু। ২০০৩ সাল থেকে জেল খাটেন। এরপর ২০১০ সালে জামিন পান। তবে শ্রীনু নাইডু খুনে ফের গ্রেফতার হন তিনি। শারীরিকভাবেও ভেঙে পড়তে থাকেন রামবাবু। প্রভাবও কমে। মাফিয়া রামবাবুর বিস্তারও ধীরে ধীরে কমে যায়।

খড়্গপুরে রামবাবুর বাড়িও ছিল রহস্যে মোড়া। সেখানে সকলের প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। মূল ফটক থেকে একতলা পর্যন্ত একাধিক জায়গায় কোলাপসিবেল গেট, সেখানে হাজির থাকতেন তাঁর অনুগামীরা। বলাবাহুল্য, প্রত্যেকেরই কাছে 'বস'কে নিরাপত্তা দেওয়ার যাবতীয় সবকিছুই থাকত। এহেন রামবাবু কিন্তু ঠাকুর ভক্ত। পুজোর সময় তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসলেও বসেই থাকত হত। কিন্তু, তিন দশক আগেও রামবাবুকে এমন প্রশ্ন করতে অনেকেরই বুক কাঁপত। তিনি এবং তাঁর গ্যাং দেখলে ভয়ে সিঁটিয়ে যেতেন অনেকেই। খুন, অপহরণ, তোলাবাজি সব অভিযোগই রয়েছে তাঁর নামে। শ্রীনু নাইডু খুনের মামলায় নিঃশর্ত মুক্তি পেয়েছেন একদা রেল শহরের ত্রাস 'ডন' বাসব রামবাবু। এখনই তিনি ছাড়া পাবেন কি না তা নিশ্চিত নয়, কারণ তাঁর নামে একাধিক মামলা আছে। তবে বলা যেতে পারে, জেলে হলেও মাফিয়া বলতে ঠিক যা বোঝায়, তার মধ্যে বাংলায় রামবাবুই একমাত্র রয়েছেন। একসময় খড়্গপুরের অন্ধকার জগতের সম্রাট ছিলেন বাসব রামবাবু। রেলের স্ক্র্যাপ বিক্রির গোটা কারবার চলত তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে। সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল কলকাতা থেকে বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত। আদতে অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা হলেও বাবার চাকরি সূত্রে খড়্গপুরে চলে আসেন তিনি। আটের দশকেই অপরাধে হাতেখড়ি হয়। সেই সময় স্ক্র্যাপের এই ব্যবসা দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মানস চৌবে ও গৌতম চৌবে। তাঁরাও যদিও খুব একটা 'সাধারণ' ছিলেন না। খুন হন মানস। ভাইয়ের খুনের বদলা নেওয়ার চেষ্টা করেন গৌতম। লাভ হয়নি। খুন হন। গৌতমকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হন রামবাবু। আরও গুচ্ছ অভিযোগ। অনেকেই বলেন, পুলিশও তাঁকে খানিক সমীহ করে চলত। এমনকী খড়্গপুরের বহু মানুষের কাছে ত্রাতাও তিনি। তাঁর হয়ে বুকে গুলি খাওয়ার লোকও কম ছিল না সেই সময়।

দেশে গবেষণা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তুলতে সংসদে

ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন বিল, ২০২৩ পেশে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন, ২০২৩ : স্টাফ রির্পোটার : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন বিল (এনআরএফ), ২০২৩ সংসদে পেশে অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদিত বিলটি এনআরএফ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবে, যা গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়ে প্রচার বৃদ্ধি করবে এবং ভারতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক পরীক্ষাগারগুলিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের সংস্কৃতির বিষয়ে উৎসাহ যোগাবে। এই বিলটি সংসদে অনুমোদনের পর এনআরএফ প্রতিষ্ঠিত হবে, জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি)-এর সুপারিশ অনুসারে একটি নিয়ামক সংস্থা দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উচ্চস্তরীয় কৌশলগত দিক নির্দেশ করবে। এর জন্য ৫ বছরে (২০২৩-২০২৮) আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। এনআরএফ-এর প্রশাসনিক বিভাগ হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, যা গবেষক ও বিভিন্ন বিষয়ের পেশাদারদের সমন্বয়ে গঠিত একটি গভর্নিং বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। যেহেতু, এনআরএফ-এর পরিধি বিস্তৃত, সমস্ত মন্ত্রককে এর প্রভাব রয়েছে, তাই প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে এই বোর্ডের সভাপতি হবেন। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রী পদাধিকার বলে সহ-সভাপতি হবেন। এনআরএফ-এর কাজ ভারত সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে একটি কার্যনির্বাহী পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হবে।

এনআরএফ শিল্প সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলবে।

২০২২-২৩ চিনি মরশুমে সরকার আখ চাষীদের সুবিধার্থে

কুইন্টাল প্রতি আখের দাম ধার্য করেছে ৩১৫ টাকা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আখ চাষীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে আজ ২০২৩-২৪ চিনি মরশুমে আখের দাম কুইন্টাল প্রতি ৩১৫ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে আখ থেকে চিনি উৎপাদনের সময় মৌলিক পুনরুদ্ধার হার ১০.২৫ শতাংশ থাকবে। আখ চাষীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চিনি কলগুলির ক্ষেত্রে মৌলিক পুনরুদ্ধার হার ৯.৫ শতাংশের নিচে যাতে না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ চিনি মরশুমে আখ চাষীদের কুইন্টাল প্রতি ২৯১.৯৭৫ টাকা দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট মরশুমে আখ উৎপাদনে ব্যয় হয়েছে কুইন্টাল প্রতি ১৫৭ টাকা। সরকার নির্ধারিত মূল্যে কুইন্টাল প্রতি ৩১৫ টাকা চাষীদের দেওয়া হলে তা কৃষিকাজে ব্যয় হওয়া অর্থের থেকে ১০০.৬ শতাংশ বেশি হবে। ২০২২-২৩ চিনি মরশুমের থেকে ২০২৩-২৪ মরশুমে ৩.২৮ শতাংশ বেশি দাম ধার্য করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের থেকে চিনি কলগুলি আখ কিনবে। চিনি শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক শিল্প যার সঙ্গে ৫ কোটি আখ চাষীর ভাগ্য জড়িয়ে রয়েছে। চিনি কলগুলিতে কর্মরত ৫ লক্ষ কর্মীর ভবিষ্যৎও এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। রাজ্য সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর কৃষিকাজে ব্যয় এবং মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশন, কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্টস অ্যান্ড প্রাইসেস এই দাম নির্ধারণ করেছে।

প্রেক্ষাপট :

২০২২-২৩ চিনি মরশুমে চিনি কলগুলি ৩৩৫৩ লক্ষ টন আখ কৃষকদের কাছ থেকে কিনেছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ১,১১,৩৬৬ কোটি টাকা। ধান সংগ্রহের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের পরই আখের দাম সর্বোচ্চ। আগামী পাঁচ বছরে জৈব জ্বালানি ক্ষেত্রে ইথানলের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে আখ চাষীদের আরও লাভ হবে। একইসঙ্গে চিনি কলের মালিকরাও উপকৃত হবেন। ২০২১-২২ চিনি মরশুমে ইথানল বিক্রি করে চিনি কলের মালিকরা ২০,৫০০ কোটি টাকা আয় করেছেন। ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল কর্মসূচির আওতায় দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ কম হবে এবং আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি চিনি থেকে ইথানল উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। সরকারের কৃষক-বান্ধব নীতির ফলে কৃষক, উপভোক্তা এবং চিনি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকছে। ফলস্বরূপ, চিনিক্ষেত্র স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিনি অর্থনীতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারা বিশ্বে ভারত চিনি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানে রয়েছে। সবথেকে বেশি চিনি উৎপাদন হয় এ দেশেই। ২০২৫-২৬ সময়কালে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ইথানল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারত এবং কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার

(সিডিআরআই)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হেড কোয়ার্টার চুক্তি অনুমোদন করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নতুন দিল্লি, ২৮ জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ভারত সরকার ও কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই)-এর মধ্যে ২২ আগস্ট, ২০২২-এ স্বাক্ষরিত হেড কোয়ার্টার চুক্তি অনুমোদন করেছে। ২০১৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলন চলার সময় প্রধানমন্ত্রী, কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই)-এর সূচনা করেছিলেন। এটি ভারত সরকারের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ প্রয়াস। জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশ্বস্তরে নেতৃত্বদানের লক্ষ্যে ভারতের উদ্যোগের অংশ হিসেবে এটিকে দেখা হয়।

২০১৯ সালের ২৮ আগস্ট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নতুন দিল্লিতে সচিবালয় সহ কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই) স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছিল। এর আর্থিক সহায়তার জন্য ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত পাঁচ বছরের সময়সীমায় মোট ৪৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০২২ সালের ২৯ জুন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিডিআরআই-কে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইউএন (পিঅ্যান্ডআই) আইন ১৯৪৭-এর তৃতীয় ধারায় সংস্থার বিভিন্ন অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য হেড কোয়ার্টার এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষরেরও অনুমোদন দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী ২০২২ সালের ২২ আগস্ট, সরকার ও সিডিআরআই-এর মধ্যে হেড কোয়ার্টার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের সরকার, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থা ও কর্মসূচি, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কসমূহ বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বেসরকারি ক্ষেত্র এবং যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবিলার শক্তিসম্পন্ন পরিকাঠামো ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে সুস্থিত উন্নয়নে ব্রতী- বিশ্বজুড়ে তাদের মিলিত অংশীদারিত্ব সিডিআরআই গড়ে উঠেছে। এপর্যন্ত ৩১টি দেশ, ৬টি আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং ২টি বেসরকারি সংস্থা সিডিআরআই-এর সদস্য হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে সামনের সারিতে থাকা দেশ, উন্নয়নশীল দেশ এবং যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি নিয়ে রয়েছে, তাদের সবাইকে সদস্য করার প্রয়াস চালাচ্ছে সিডিআরআই। সরকার ও সিডিআরআই-এর মধ্যে হওয়া হেড কোয়ার্টার চুক্তির অনুমোদন সিডিআরআই-কে একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক আইনী সত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। এর ফলে, সিডিআরআই আন্তর্জাতিক স্তরে তার কাজ আরও দক্ষতার সঙ্গে করতে পারবে।

"পরিসংখ্যান দিবস" উদযাপিত হবে ২৯ জুন, ২০২৩-এ

নতুন দিল্লি, ২৮ জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : পরিসংখ্যান এবং আর্থিক পরিকল্পনা ক্ষেত্রে অধ্যাপক (প্রয়াত) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার প্রতি বছর ২৯ জুন, তাঁর জন্মবার্ষিকীতে দেশজুড়ে 'পরিসংখ্যান দিবস' হিসেবে বিশেষ দিন উদযাপন করে থাকে। এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল জনসচেতনতা তৈরি করা, বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে পরিসংখ্যান ক্ষেত্রে অধ্যাপক (প্রয়াত) মহলানবিশের ভূমিকা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যোগান। এবছর পরিসংখ্যান দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে নতুন দিল্লির লোধি রোডে স্কোপ কমপ্লেক্সের স্কোপ কনভেনশন সেন্টারে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ন মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী রাও ইন্দ্রজিৎ সিং সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা ছাড়াও রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন।

প্রতি বছর সমসাময়িক জাতীয় গুরুত্বের বিষয় ভাবনার উপর জোর দিয়ে পরিসংখ্যান দিবস উদযাপিত হয়। ২০২৩-এর পরিসংখ্যান দিবসে বিষয় ভাবনা হল 'সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় সূচক পরিকাঠামোর সঙ্গে রাজ্যের সূচক পরিকাঠামোর সামঞ্জস্য।'

এই বিষয়ভাবনার উপর অনুষ্ঠানে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দেবেন মন্ত্রকের আধিকারিকরা। তারপর বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখবেন।

এর পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ন মন্ত্রক আয়োজিত স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য 'অন দ্য স্পট রচনা প্রতিযোগিতা ২০২৩'-এ বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে

কার্বনের পরিমাণ হ্রাসের বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য অর্জন এর লক্ষ্য

নতুন দিল্লি, ২৮ জুন, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ - ৭ জুলাই, ২০২৩ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ভারত সরকার দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিরা যোগ দেবেন। দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন মূল্যশৃঙ্খলের অন্তর্গত সাম্প্রতিক ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হবে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং মুখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয়ের সহযোগিতায় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হল দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে দূষণমুক্ত হাইড্রোজেনের মাধ্যমে কিভাবে কার্বন নির্গমণ হ্রাসের বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য অর্জন করা যায় তার পন্থা পদ্ধতি স্থির করা। হাইড্রোজেন উৎপাদন, মজুতকরণ, বন্টন ও এর অনুসারী প্রয়োগ ছাড়াও সম্মেলনে এক্ষেত্রে অর্থের যোগান, মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্টার্ট আপ-এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হবে। এই সম্মেলনের ওয়েবসাইট হল : যঃঃঢ়ং://রপময.রহ. সম্মেলন সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে। ২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো-তে পৌঁছবার যে লক্ষ্য ভারত নিয়েছে তার পথ সুগম করতে সরকারের উদ্যোগে চালু হয়েছে জাতীয় দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন মিশন। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই সম্মেলনের আয়োজন। প্রাক সম্মেলন সাংবাদিক সম্মেলনে নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সচিব ভূপিন্দর সিং ভাল্লা বলেছেন, দূষণমুক্ত হাইড্রোজেনের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া এবং এই বিষয়ে শিল্পমহলের অংশীদারিত্ব হল জাতীয় দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন মিশনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তিনদিনের এই সম্মেলনে ২৫টি অধিবেশন বসবে। যোগ দেবেন দেড় হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৭৮ সংখ্যা ২৯ জুন, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ১৩ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির কৃষকদের জন্য বিশেষ প্যাকেজের ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি আজ কৃষকদের জন্য কয়েকটি বিশেষ উদ্ভাবনী প্রকল্প চালুর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে ৩,৭০,১২৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য সুস্থায়ী কৃষিকাজে উৎসাহদান যার ফলে কৃষকদের আর্থিক লাভ বৃদ্ধি পাবে এবং একইসঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। কমিটি ইউরিয়া সারের ভর্তুকি প্রকল্প চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে ৪৫ কেজি ইউরিয়ার সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য ২৪২ টাকা। নিমের আস্তরণের জন্য আলাদা অর্থ দিতে হয়। বিশ্বের বাজারে ইউরিয়ার মূল্য বৃদ্ধির ফলে ৪৫ কেজি ইউরিয়ার দাম ২,২০০ টাকা। তবে, সরকার ভর্তুকি দেওয়ায় কৃষকরা ২৪২ টাকায় এই সার পেয়ে থাকেন। এর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত সময়কালে সরকার ৩,৬৮,৬৭৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ভর্তুকি বাবদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সারের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার সারের ওপর ভর্তুকি ক্রমশ বৃদ্ধি করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে সারের জন্য ৭৩,০৬৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫৪,৭৯৯ কোটি টাকা।

ন্যানো ইউরিয়া

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে দেশে আটটি ন্যানো ইউরিয়া কারখানা থেকে ৪৪ কোটি বোতল ইউরিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ ১৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ন্যানো ইউরিয়ার পুষ্টিগুণ যথেষ্ট বেশি। কৃষকদের এই সার ব্যবহারের জন্য কম অর্থ ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে এই সার প্রয়োগে ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে ইউরিয়ায় আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার প্রয়াস

দেশজুড়ে ছ'টি ইউরিয়া উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এর মধ্যে রাজস্থানের কোটায় চম্বল ফার্টি লিমিটেড এবং পশ্চিমবঙ্গের পানাগড়ের ম্যাটিক্স লিমিটেডকে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। তেলেঙ্গানার রামাগুন্ডাম, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর, ঝাড়খণ্ডের সিন্ধ্রি এবং বিহারের বারাউনিতেও সার উৎপাদন শুরু হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ২২৫ লক্ষ মেট্রিক টন সার উৎপাদন হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়াও, ন্যানো ইউরিয়া প্ল্যান্টে উৎপাদন শুরু হলে ইউরিয়ার আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ইউরিয়ায় দেশ আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

পিএম প্রণাম-এর মাধ্যমে বসুন্ধরা মাতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ

আমাদের বসুন্ধরা মাতা মানবজাতিকে বিভিন্ন সময়ে প্রচুর সম্পদ দিয়েছে। এখন সময় এসেছে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে মাটির স্বাস্থ্যরক্ষা করা। এর জন্য রাসায়নিক সারের যথাযথ ব্যবহার, জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজ বৃদ্ধি, ন্যানো ফার্টিলাইজারের মতো নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং জৈব সারের ব্যবহার করা হবে। পিএম প্রোগ্রাম ফর রেস্টোরেশন, অ্যাওয়্যারনেস জেনারেশন নারিশমেন্ট অ্যান্ড অ্যামেলিওরেশন অফ মাদার আর্থ বা প্রণাম প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিকল্প সারের ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হবে। এর ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমবে।

আজ যেসব প্যাকেজগুলি অনুমোদন করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গোবর্ধন প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি এর জন্য ১,৪৫১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। বিভিন্ন ধরনের জৈব সার উৎপাদনের পর সেগুলি বাজারজাত করার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জৈব গ্যাসের প্ল্যান্ট এবং কম্প্রেসড বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট থেকে যে সার পাওয়া যায় সেগুলিকে গোবর্ধন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের জন্য মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের ৪২৫টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ৬ লক্ষ ৮০ হাজার কৃষককে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে ৬,৭৭৭টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। মাটিতে সালফারের ঘাটতি মেটাতে সালফার আস্তরণযুক্ত ইউরিয়া খুব শীঘ্রই বাজারে আসতে চাইছে। ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ১ লক্ষ প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। কৃষকদের এখান থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূর্য দেবের নয় পুত্র এর মধ্যে শনির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সূর্য দেবের পত্নী ছায়ার পুত্র শনি দেবের গায়ের বর্ণ কালো । শনি ছোট বেলা থেকে বদ মেজাজি । সূর্য দেব নিজের রাজ্য তার পুত্র দের মাঝে ভাগ করে দিলেন । প্রত্যেক সন্তান কে এক এক লোকের অধিপতি করে দিলেন । **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সংবাদমাধ্যমগুলোর নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্ব-মূল্যায়ন

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

কম্পিউটার অর্থাৎ ডিজিটালযুগে প্রবেশ করে যেন শুরু হয়েছে সব ঝামেলা। কিছু সাংবাদিক স্থানীয়ভাবেই স্বল্প পারিশ্রমিক পেতে শুরু করলেও এখন সেটাও বন্ধ করা জন্য প্যাইতারা চালায়। এমন নতুন প্রযুক্তির সাথে মেধা সম্পন্ন সাংবাদিকরা নিজেদের সমন্বয় করতেই হিমশিম খাচ্ছে। তাদের পেশাদারিত্বের প্রতিও অবহেলা বাড়ছে। বেশকিছু নতুন সাংবাদিকরা পেশায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তারা আজকে মানুষের দ্বারেই ক্রাইম করছে। সত্য কথা এমন ভাবে বলার সৎ সাহসটাও সাংবাদিকদের নেই। যারা না কি এখনো দাপটের সঙ্গেই পেশায় আছে তারা মিডিয়ার বিস্ফরন ঘটানোর জন্য বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এর দ্বারস্ত হচ্ছে।সাংবাদিকতায় এই ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয় প্রিন্ট আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে। বলা যায় যে স্থীর ক্যামেরা হাতের সাংবাদিকের হাতে চলে আসে "চলমান ক্যামেরা", ৩০-৩৫ ফ্লিল্ম দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে এখন- ডিজিটাল ক্যামেরায় পদার্পন। খরচ কমে যায়, সাংবাদিকরা পায়ে হাটা আর বাইসাইকেল ভুলেই গাড়ী আর মটরসাইকেল আর মোবাইল ফোন ইন্টারনেট জগতে ঢুকে পড়ে। আবারও বলি ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হতে পারে না।লেখকের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণেই শেষ বয়সে উন্নত চিকিৎসার জন্যেই পত্রিকা'র পাতায় সাহায্যের আবেদন দাঁড় করাতে হয়। এই দেশের লেখক, কবি, কলামিষ্ট ও সাংবাদিকদের এটাই নিয়তি। তারা আমৃত্যু স্বাধীনচেতা মানসিকতায় কেন এ বাংলার জমিনে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু হারিয়ে ফেলে। তারা 'মনের গহীনে গোপন ভাগ্যের অধীনস্থ' হবে। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পেশায় পেশাদার হওয়া মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেলেও ভাগ্যের উন্নয়নকে রাষ্ট্রীয় ভাবে ভাবা উচিত। সুতরাং তারা যোগ্যতার মানদন্ড আর ধরে রাখা যায় না। তাই- লেখক, কবি, কলামিষ্ট কি□ংবা সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি'রা প্রয়োজনের তাগিদে তাদের সৃজনশীল লেখালেখি পাঠকদের কাছে উপস্থাপনে যেন ব্যর্থ হয়। তবে বর্তমান প্রজন্মের বেশকিছু লেখক, কবি, কলামিষ্ট এবং সাংবাদিকরা বিভিন্ন পেশায় কাজ করছে তারা সবাই যে অযোগ্য কিংবা হতদরিদ্র নয়। বেশ কিছু ট্যালেন্ট লেখক, কবি, কলামিষ্ট ও সাংবাদিক দেখা যায় যারা স্বশিক্ষিত হয়ে দক্ষতার সাথেই কাজ করছে। তারা চেষ্টা করছে নিজেকে যোগ্য হিসেবে দাঁড় করবার জন্য।তবেই অতীতের সময় থেকে এই মূহুর্ত পর্যন্ত ক্রমে ক্রমেই যেন আধুনিকতায় প্রবেশ করেছে, সুযোগ সন্ধানী বেশ কিছু সাংবাদিকরা। অবশ্যই বুকটা ভরে যায়, যখন দেখি এই সাংবাদিকরা ঐ জায়গার সাংবাদিক হয়ে নানা চ্যানেলে লাইভ সংবাদে ক্যামেরার সামনে দাড়িয়েই তথ্য বিলিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে বসেই তারা যেন ভবিষ্যত দেখতে পান, ভালোই লাগে, অথচ এ দেশের কোনো লেখক দৃঢ় কণ্ঠে বলতেই পারবেন না, পত্রিকা গুলোর করুন দশায় এসে দাঁড়িয়েছে। উপযুক্ত সম্মানী ও প্রকাশক করবার কিছুটা ঝামেলা থেকে রেহাই পেতেছে। আর একটা কথা, এখন যারা সা□ংবাদিকতায় ভাল কাজ করবার জন্যে খুব চেষ্টা করছে। তারা শেখার আগেই যেন তেষ্টা মেটানোর দিকে বেশি ঝুকে পড়ছে। সুতরাং, তাড়াতাড়ি স্মার্ট ফোন আর কত বেতন হবে এইসব কথা আগেই শর্ত দিয়ে ফেলছে। শিখলে, জানলে, বুঝলে, পারলে এইসব সুবিধা আপনা আপনি এসে যাবে। নিজের মান বৃদ্ধিটাই জরুরি বিষয়। অভাবে থেকে বাহাদুরি নয়, নতুন কিছু করার চেষ্টাতেই প্রস্তুত হই। নতুন কিছুর পরিবর্তন এনে 'আবিস্কার করি'। সুতরাং অভাবে স্বভাব নষ্ট না করে এমন সাংবাদিকতার পেশাটাকে 'পরিচ্ছন্ন রাখি'। বর্তমানে এই সাংবাদিকতায় তরুণপ্রজন্মের অনেক জায়গা এখনো খালি আছে। এই দেশে প্রকাশনা শিল্পটাকে সমৃদ্ধ করি। লেখালেখি পেশা নেশা করি। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাংবাদিকদের জন্য এই পরিসংখ্যানগুলো খুব হতাশাজনক। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস-এর সূত্রমতে, ১৯৯২ সাল থেকে, হত্যার শিকার হয়েছেন ১৩০০-র বেশি সাংবাদিক। এর মধ্যে ৭০০-রও বেশি ক্ষেত্রে এই হত্যার কোনো বিচার হয়নি। হত্যাকারীকে আইনের আওতায় আনা হয়নি। আর এখন, বিশ্বজুড়ে ২৫০ জনেরও বেশি সাংবাদিক আছেন কারাবন্দী। সেটিও এমন কাজ করতে গিয়ে, যা বিশ্বের অনেক জায়গাতেই বিবেচনা করা হয় রুটিন রিপোর্টিং হিসেবে।আর এই পরিস্থিতি মনে হচ্ছে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক তথ্যউপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে হামলা ও হত্যা; রেকর্ড পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। ম্যারি কোলভিন বা ড্যানিয়েল পার্লের মতো হাই প্রোফাইল পশ্চিমা সাংবাদিকদের হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত সাংবাদিকরা স্থানীয় গণমাধ্যমে কাজ করছেন। আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো হিমবাহের ওপরের অংশটুকু মাত্র। এর বাইরে মারধর, অপহরন, কারাবন্দী এবং আরো অনেক ধরনের হুমকির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এগুলোও সাংবাদিকদের চুপ করিয়ে রাখতে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। হুমকিগুলো অনেক দিক থেকে আসে। মাদক ব্যবসার গোষ্ঠী বা বিদ্রোহী গ্রুপ; স্বৈরশাসক বা জাতিগত বিদ্বেষ; বুলেট অথবা সন্ত্রাসীদের বোমা; অনেক কিছুর মধ্যেই পড়তে হয় সাংবাদিকদের। একেক জায়গায় হুমকি-নিপীড়নের ধরন একেক রকম। ফলে "একক বা সহজ সমাধান" জাতীয় কিছু নেই।এই সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করছে বেশ কিছু পেশাজীবী সংগঠন এবং বড় কিছু বহুমাত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। যাদের মধ্যে আছে জাতিসংঘ এবং অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপ। গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের রিসোর্স পেজ সিরিজের অংশ হিসেবে, আমরা প্রকাশ করছি সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই গাইড। শুরুতেই থাকছে এ বিষয়ে এরিমধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ গাইড আছে, সেগুলোর লিংক। এরপর থাকছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রধান কিছু আন্তর্জাতিক গ্রুপের লিংক, যারা কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ওপর সহিংস হামলা নিয়ে কাজ করে।নিরাপদ থাকা এবং সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি কাভারের গাইড কমিটি ফর দ্য প্রটেকশন অব জার্নালিস্টস সেফটি কিট: ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে সিপিজে-র চার পর্বের এই সুরক্ষা গাইড। এখানে শারিরীক, ডিজিটাল, মানসিক সুরক্ষার রিসোর্স ও টুলস সম্পর্কে মৌলিক কিছু তথ্য রয়েছে সাংবাদিক ও নিউজরুমগুলোর জন্য। এছাড়াও, সিপিজে প্রকাশ করেছে সুরক্ষা সংক্রান্ত কিছু প্রতিবেদন। যেমন ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ফিজিক্যাল সেফটি: সলো রিপোর্টিং এবং ফিজিক্যাল সেফটি: মিটিগেটিং সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স। দেখতে পারেন সিপিজে-র ইউএস ইলেকশন ২০২০: জার্নালিস্ট সেফটি কিট।সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্র্যাকটিক্যাল গাইড। ২০১৭ সালে এটি হালনাগাদ করেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার ও ইউনেসকো। পাওয়া যাচ্ছে ইংরেজি, ফরাসী, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষায়। বিক্ষোভ কাভার করার জন্য নিরাপত্তা ম্যানুয়াল তৈরি করেছে আবরাজি (দ্য ব্রাজিলিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম।) পুরো ম্যানুয়ালটি এখানে পাবেন ইংরেজিতে।

ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা: ২০১৫ সালে এই গাইডলাইনটি তৈরি করেছিল বড় কিছু কোম্পানি ও সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট সংগঠনের জোট। এটি পরবর্তীতে অনুবাদ করা হয়েছে সাতটি ভাষায়।নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষা সংক্রান্ত হ্যান্ডবুক। ২০১৭ সালে ৯৫ পৃষ্ঠার এই গাইডটি তৈরি করেছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ওমেন ইন রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন। যুদ্ধ ও সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে কাজ করা নারী সাংবাদিকদের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। ঝুঁকি নির্ধারণ, অনলাইন নিপীড়ন ও ভ্রমন সংক্রান্ত সুরক্ষা বিষয়ে আলাদা অধ্যায় আছে এই গাইডটিতে।অনলাইনে সাংবাদিকদের হয়রানি: ট্রোল বাহিনীর আক্রমণ: সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা ও তাদের সাহায্য দিতে ১২টি কার্যালয়ের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাংবাদিকদের হুমকি দেয়া হয়, ভয় দেখিয়ে চুপ করানোর জন্য। সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সংবাদমাধ্যম ও বিজ্ঞাপনদাতারা কিভাবে এসব ক্ষতিকর অনলাইন প্রচারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে, সেজন্য ২০১৮ সালে ২৫টি পরামর্শ হাজির করেছে আরএসএফ। দেখুন জিআইজেএন-এর সারসংক্ষেপ। সংবাদমাধ্যমগুলোর নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্ব-মূল্যায়ন। এটি এসিওএস অ্যালায়েন্সের একটি টুল। যা দিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত চর্চা ও প্রোটোকল যাচাই করতে পারে এবং সেটি আরো উন্নত করতে পারে। এসিওএস অ্যালায়েন্স বিভিন্ন সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট গ্রুপের একটি জোট। ২০১৯ সালের এই স্ব-মূল্যায়ন টুলটিতে আছে "কিছু প্রধান প্রশ্ন ও গাইডলাইন। যা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি গঠনমূলক আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং সেগুলো কার্যকরী ও বাস্তবসম্মতভাবে কাজে লাগানোর বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবে।" (স্ব-মূল্যায়নের টুলটি এখানে পাবেন ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষায়।)

সেফ+সিকিউর ২০১৯ সালে প্রকাশ করেছে একটি হ্যান্ডবুক ও ইস্যু-কেন্দ্রিক চেকলিস্ট। তথ্যচিত্র নির্মাতাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেরা কিছু রিসোর্সের খবর আছে এখানে। একই সঙ্গে আছে এ বিষয়ে আরো তথ্য বা প্রশিক্ষণ কোথায় পাওয়া যাবে, সেই খোঁজও।হয়রানি-হেনস্তার শিকার হওয়া সাংবাদিকদের জন্য আইপিআইয়ের ৫ পরামর্শ। ২০২০ সালে এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইন্সটিটিউট। অনলাইনে হয়রানির শিকার হওয়া সাংবাদিকদের কিভাবে সাহায্য-সমর্থন দেওয়া যায়, তা নিয়ে নিউজরুমগুলোর জন্য প্রোটোকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে। অনলাইনে হয়রানি বিষয়ে অন্যান্য রিসোর্সও তৈরি করেছে আইপিআই।

অনলাইন হয়রানির ফিল্ড ম্যানুয়াল। ২০১৭ সালে এটি তৈরি করেছে পেন আমেরিকা। "লেখক, সাংবাদিক, তাদের মিত্র এবং চাকরিদাতারা কিভাবে অনলাইনে বিদ্বেষ ও হয়রানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারেন, তার কার্যকরী কিছু কৌশল ও রিসোর্সের" হদিশ রয়েছে এখানে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

মুক্তির আগেই শাহরুখের 'জাওয়ান'র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ জল্পনার পর অবশেষে ঘোষণা করা হয় শাহরুখ খানের 'জাওয়ান' সিনেমার মুক্তির তারিখ। ছবির ঘোষণার পর থেকেই দর্শকের মধ্যে চড়ছিল উত্তেজনার পারদ। তবে অনুরাগীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়িয়েও বারবার হোঁচট খেয়েছে 'জাওয়ান'। একাধিকবার ছবিমুক্তির তারিখ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। প্রাথমিকভাবে জুন মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল শাহরুখের ছবির। তারপরে পোস্ট প্রোডাকশন এবং ভিএফএক্সের কাজের কারণে সেই তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় আগস্ট মাসে ছবিমুক্তির কানাঘুষা শোনা গিয়েছিল। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মে মাসে ঘোষণা করা হয় 'জাওয়ান'-এর মুক্তির তারিখ। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর বড় পর্দায় 'জাওয়ান' হিসেবে ফিরতে চলেছেন বলিউডের বাদশা। সেই হিসেবে এখনও ছবি মুক্তির বাকি আড়াই মাস। তার আগেই প্রকাশ্যে এল ছবি সংক্রান্ত বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য।

অ্যাটলি পরিচালিত 'জাওয়ান' যে বেশ বড় মাপের একটি অ্যাকশন ছবি হতে চলেছে, তা বোঝা গিয়েছিল আগেই। ছবিতে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যাবে শাহরুখকে। ছবিতে বিশেষ এক চরিত্রে দেখা যেতে চলেছে বলিউড তারকা অভিনেতা সঞ্জয় দত্তকেও। জানা গেছে, ছবিতে থাকছে একটি টানটান 'ট্রেন রেড'-এর দৃশ্য। সেই দৃশ্যের নাকি থাকছেন ছবির একাধিক নায়িকাও। শোনা যাচ্ছে, ওই দৃশ্য নাকি চিত্রনাট্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

বছরের শুরুতে 'পাঠান'-এর হাত ধরে ব্লকবাস্টার সাফল্য পেয়েছেন শাহরুখ। দেশ ও বিদেশ মিলিয়ে প্রায় ১১০০ কোটির টাকার ব্যবসা করেছে এই ছবি। 'পাঠান'-এর পর আন্তর্জাতিক স্তরে মুক্তি পেতে চলেছে 'জাওয়ান'ও। অ্যাটলি পরিচালিত এই ছবি বিদেশে পরিবেশনায় দায়িত্ব নিয়েছে যশরাজ ফিল্মস। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে 'জাওয়ান'। ছবিতে শাহরুখ ছাড়াও অভিনয় করেছেন দক্ষিণী তারকা নয়নতারা, বিজয় সেতুপাতি, বলিউড অভিনেত্রী সান্য মালহোত্রাও।

যৌনতা ও লজ্জা কোনোটাই আমার নেই : কাজল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা কাজল। তিন দশক ধরে অভিনয়ের জাদুতে বুঁদ করে চলেছেন তিনি। তবে এই বঙ্গতনয়া নাকি পর্দায় এই কাজটা করতে গেলে বরাবর ঘাবড়ে যান। তার কথায়, 'যৌন লালসা' বা 'লাস্ট' এই ইমোশন অন-ক্যামেরা ফুটিয়ে তুলতে বেগ পেতে হয়েছে তাকে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে 'লাস্ট' নিয়ে এভাবেই সোজাসাপ্টা কথা বলেছেন কাজল। তিনি বলেন, জীবনে দুটো জিনিস আমার নেই। যৌন আকাঙ্ক্ষা আর লজ্জা। কেউ যদি বলে, এই একটু লজ্জা পাও, আমি তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করি, কীভাবে পাব বলে দাও। ওরা আমায় দেখিয়ে দেয়, আর তখনই চোখ নিচু করে আমি লজ্জা পাওয়ার অভিনয় করি। আমার মধ্যে ওই অনুভূতিটাই নেই, কিন্তু যদি আমায় বলে দেওয়া হয় আমি ঠিক তা করে নেই।

কাজল নব্বইয়ের দশকের 'ইয়ে দিল্লাগি' ছবির একটি রোমান্টিক গানের উদাহরণ দিয়ে বলেন, পর্দায় উষ্ণ রোম্যান্স ফুটিয়ে তোলবার বদলে শুটিংয়ে সহ-অভিনেতা নায়ক সাইফ আলির সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করেন। নায়িকা কাজলের এমন হাসি দেখে নাকি বেজায় চটেছিলেন কোরিওগ্রাফার সরোজ খান। বকা খেতে হয়েছিল তাকে।

উল্লেখ্য, কাজলের অভিনীত ওই সিরিজে আরও থাকছেন বলিপাড়ার বেশকিছু জনপ্রিয় মুখ। এতে কাজল ছাড়াও অভিনয় করেছেন কুমুদ মিশ্র, তামান্না ভাটিয়া, বিজয় বর্মা, মৃনাল ঠাকুর, নীনা গুপ্ত প্রমুখ। চলতি মাসের ২৯ তারিখ নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে এ সিরিজটি।

ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে ক্রমশ আলগা হচ্ছে বাঁধন? জবাবে যা বললেন অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আরাধ্যা বচ্চন, বলিউডের অন্যতম খ্যাতনামী পরিবারের কন্যা। বাবা অভিনেতা অভিষেক বচ্চন ও মা প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই। ছোটবেলা থেকেই ক্যামেরার সামনে কাটছে কিশোরী আরাধ্যার জীবন। বড় হয়েছে একাধিক নামজাদা অনুষ্ঠানের লাল গালিচায় হেঁটে। মা ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে কান চলচ্চিত্র উৎসবের মতো তাবড় আন্তর্জাতিক মঞ্চেও গিয়েছে। বিভিন্ন ছবির প্রিমিয়ার থেকে নামী-দামি অনুষ্ঠানেও সব সময় মেয়েকে নিয়েই হাজির হন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী। সম্প্রতি নীতা মুকেশ আম্বানী কালচারাল সেন্টারের উদ্বোধনেও মা ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে উপস্থিত ছিল মেয়ে আরাধ্যা। মেয়ের পাশে সারাক্ষণ ঐশ্বরিয়া রয়েছেন ছায়াসঙ্গী হয়ে। এক মুহূর্তের জন্যও নাকি কাছছাড়া করেন না আরাধ্যাকে। সেই কারণেই বাবার সঙ্গে খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না অভিষেক-কন্যাকে। সম্পর্কের বাঁধনও নাকি আলগা হচ্ছে তাদের! এমনই কানাঘুষা চলছে ইন্ডাস্ট্রিতে। অবশেষে নিন্দুকদের জবাব দিলেন জুনিয়র বচ্চন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে খোলাখুলি অভিষেক বলেন, "আরাধ্যাকে আমাদের জগতে সাবলীল করে তোলার সমস্ত কৃতিত্ব ঐশ্বরিয়াকেই দেব। ওর দাদা-দাদী কিংবা মা-বাবা, সকলেই প্রচারের আলোয় থাকলেও তা আরাধ্যার উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি।" কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই মেয়েকে একেবারে আগলে রাখেন ঐশ্বরিয়া, তার প্রভাব কী কখনও পড়েছে মেয়ে আরাধ্যার সঙ্গে তার সম্পর্কে? এই প্রসঙ্গে অভিষেকের সাফ কথা, "আসলে ঐশ্বরিয়া আমাকে সেই জায়গাটা দেয়, যাতে আমি বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারি। ও আরাধ্যার দেখভাল করে। আরাধ্যা নিজের জগতে খুশি। আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কে কী বলছেন, তাদের অতটা গুরুত্ব দিই না। কোথাও একটা গিয়ে একটা সীমা টানার দরকার রয়েছে।"

'টাইগার ৩' ছবিতে থাকছে হলিউডের শিল্পী!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যশরাজ ফিল্মসের 'পাঠান' বক্স অফিসে প্রায় ১১০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। দর্শকরাও ফিরেছে প্রেক্ষাগৃহে। পাঠানের সাফল্যের পর এবার টাইগার ৩ এর জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন আদিত্য চোপড়া। পাঠানে দেখা গেছে শাহরুখ-সালমানকে। 'টাইগার ৩' ছবিতেও এক ফ্রেমে ধরা দিতে যাচ্ছেন শাহরুখ খান ও সালমান খান।

ছবিতে অ্যাকশনকে প্রাধান্য দিচ্ছেন যশরাজ ফিল্মসের কর্তা। তাই অ্যাকশন যাতে দর্শকের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, সেজন্য কোনা কমতি রাখতে রাজি নন যশরাজ। 'টাইগার ৩'-এর জন্য 'অ্যাভেঞ্জার্স'র অ্যাকশন কোঅর্ডিনেটরকে আনছেন আদিত্য। হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি মার্ভেল। মার্ভেলের 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম' হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল ছবি। সেই ছবির অ্যাকশন কোঅর্ডিনেটর ছিলেন ক্রিস বার্নেস। এবার বলিউডে কাজ করবেন তিনি। সালমানের 'টাইগার ৩' ছবিতে অ্যাকশন দৃশ্যের নেপথ্যে থাকবেন ক্রিসই। আগামী দীপাবলিতে মুক্তি পাবে 'টাইগার ৩'।

পাকিস্তানের মতো

একই ভুল ভারতের করা উচিত নয়; কেন বললেন রবি শাস্ত্রী?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্ট শাহিন শাহ আফ্রিদিকে নিয়ে যে ভুল করেছে বুমরাহকে নিয়ে সেই একই ভুল করতে চায় না ভারত। ভারতীয় সাবেক তারকা ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী বলেছেন, বুমরাহ ভারতীয় ক্রিকেট দলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার; কিন্তু আমরা যদি তাকে বিশ্বকাপে খেলানোর জন্য তার চোটের পুনর্বাসন নিয়ে তাড়াহুড়া করি, তাহলে তাকে বিশ্বকাপের পর আরও বেশি সময়ের জন্য হারাতে পারি। যেমনটি শাহিন আফ্রিদিকে পাকিস্তান যেভাবে হারিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। ভারতের সাবেক এই প্রধান কোচ আরও বলেন, এখানে একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। সেটি হচ্ছে একজন খেলোয়াড়কে চোট থেকে ফিরিয়ে তাকে দলে খেলিয়ে দেওয়া আর তার পূর্ণ সুস্থতার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার মধ্যবর্তী জায়গায়। অনেক সময় খেলোয়াড়েরা চোট সারিয়ে কত দ্রুত মাঠে ফিরতে পারবে, সে ব্যাপারে মুখিয়ে থাকে। এই সূক্ষ্ম রেখাটা মাথায় রাখা উচিত সবারই। ক্রিকেট থেকে অবসরে ধারাভাষ্য পেশায় জড়িয়ে যাওয়া রবি শাস্ত্রী আরও বলেন, ভারতীয় দলের পেস আক্রমণে মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজ আছে। স্পিনে অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা, যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব ও রবি বিষ্ণয় আছে। ভারতীয় বোলিংয়ে আমি যথেষ্ট গভীরতা দেখছি। তাই বুমরাহকে নিয়ে তাড়াহুড়া করার কোনো মানেই হয় না।

প্রসঙ্গত, গত বছর গলে শ্রীলংকার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোটাক্রান্ত হন শাহিন শাহ আফ্রিদি। পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই তাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলায় পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্ট। যে কারণে ফাইনালে আবার চোটাক্রান্ত হন আফ্রিদি। সেই চোটের কারণে বিশ্বকাপের পর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে তিনি।

ভারতীয় নির্বাচকদের খোঁচা দিলেন গাভাস্কার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি সরফরাজ খান। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে গত কয়েক বছরে সব থেকে ধারাবাহিক ক্রিকেটারকে আরও একবার দলে নেননি নির্বাচকরা। তার পরেই ভারতীয় নির্বাচকদের খোঁচা দিয়েছেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার। তার প্রশ্ন, নির্বাচকদের চোখে পড়তে আর কী করতে হবে সরফরাজকে?

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে মুখ খুলেছেন গাভাস্কার। তিনি বলেছেন, গত তিন মৌসুম ধরে ১০০ গড়ে রান করেছে সরফরাজ। এর পরেও দলে সুযোগ পায়নি। সুযোগ পেতে ওকে আর কী করতে হবে? প্রথম একাদশে না খেলালেও ওকে অন্তত দলে নেওয়া উচিত ছিল।

আইপিএলে ভাল খেলায় ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। গাভাস্কারের প্রশ্ন, তাহলে কি দলে সুযোগ পেতে হলে আইপিএলে ভাল খেললেই চলবে? তিনি বলেছেন, সরফরাজকে বলে দেওয়া হোক যে রঞ্জি খেলে কোনো লাভ নেই। শুধু আইপিএলে ভাল খেললেই লাল বলের ক্রিকেটে সুযোগ পাওয়া যাবে। তাহলে হয়তো ওকে আর এত পরিশ্রম করতে হবে না।

ভারতের হয়ে ৩৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৩৫০৫ রান করেছেন সরফরাজ। গড় ৭৯.৬৫। ১৩টি শতরান ও ৯টি অর্ধশতরান করেছেন তিনি। সর্বোচ্চ ৩০১ রান করেছেন। ভারত 'এ'-র হয়েও রান করেছেন সরফরাজ। কিন্তু এখনও জাতীয় দলে সুযোগ হয়নি তার। এর আগে সুযোগ না পেয়ে নিজেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন সরফরাজ। এবার তার হয়ে কথা বললেন গাভাস্কার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু'টি টেস্ট, তিনটি একদিনের ম্যাচ ও পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত। ১২ জুলাই থেকে শুরু প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ২০ জুলাই থেকে। ২৭ জুলাই, ২৯ জুলাই ও ১ আগস্ট হবে তিনটি একদিনের ম্যাচ। ৩ আগস্ট থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি সিরিজ। শেষ হবে ১৩ আগস্ট। মাঝের তিনটি ম্যাচ হবে যথাক্রম ৬, ৮ ও ১২ আগস্ট।

ভারতের টেস্ট দল নির্বাচন নিয়ে

তোপ আকাশ চোপড়ার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন চেতেশ্বর পূজারা। তার পরিবর্তে প্রথমবার দলে ডাক পেয়েছেন তরুণ যশস্বী জসওয়াল। কিন্তু পূজারাকেই কেন বসানো হল, যেখানে গত ৩ বছরে বিরাট কোহলি এবং তার গড় একই? এমন প্রশ্নই তুলেছেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া।

সম্প্রতি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় টপ-অর্ডার ব্যাটারদের ব্যাটিং গড় তুলে ধরেছেন চোপড়া। সেখানেই তিনি জানিয়েছেন, গত তিন বছরে কোহলি এবং পূজারার গড় ২৯.৬৯। এর মধ্যে বেশিরভাগ টেস্ট দেশের মাটিতে খেলেছেন পূজারা। যদিও গত বছরও তাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তারপরও ২৮ ম্যাচে ১৪৫৫ রান তার সংগ্রহে। অন্যদিকে কোহলির ঝুলিতে ২৫ ম্যাচে ১২৭৭ রান। এই তথ্য তুলে ধরেই আকাশ চোপড়া বলছেন, তাহলে কি পূজারাকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক? আমি কোনো মতামত দিচ্ছি না। আমি শুধু গত তিন বছরে কয়েকজন ব্যাটারের টেস্টের পারফরম্যান্সের পরিসংখ্যান সামনে আনছি।

রোহিত শর্মার ১৮ ম্যাচে গড় ৪৩। শুভমান গিলের ১৬ ম্যাচে গত ৩২। কেএল রাহুলের ১১ ম্যাচে গড় ৩০। সেখানে পূজারার ২৮ ম্যাচে গড় ২৯। অর্থাৎ এই সময়টায় কোহলি আর পূজারার গড় সমান। শুধু পার্থক্য হল পূজারা কোহলির থেকে তিনটে ম্যাচ বেশি খেলেছে। অথচ ২০ ম্যাচে সবচেয়ে খারাপ গড় অজিঙ্কা রাহানের। ২৬.৫০।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে রাহানে আবার দলের সহ-অধিনায়কের দায়িত্বও পেয়েছেন। সেখানে পূজারাকে দলেই রাখা হয়নি। বাদ পড়ার পর নিজের একটি প্র্যাকটিসের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন পূজারা। তার আবেগঘন ভিডিও মন কেড়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। আর তার মধ্যেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে আকাশ চোপড়া বোঝাতে চেয়েছেন, নির্বাচকদের এমন সিদ্ধান্ত বিতর্কের অতীত নয়।

এর আগে দলবাছাই নিয়ে নির্বাচকদের একহাত নিয়েছিলেন সুনীল গাভাস্কার। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, সবার ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য বলির পাঁঠা কেন করা হল পূজারাকে? ভারতীয় ক্রিকেটের একজন অনুগত সেবক পূজারা। অত্যন্ত শান্ত এবং ধীর স্থির। কিন্তু একাধিক প্ল্যাটফর্মে লক্ষ লক্ষ অনুরাগী পূজারার না থাকাতেই কি ওকে বাদ দেওয়া হলো?

৩৩ বছর পর

যে রেকর্ড গড়লেন হাসারাঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : তেত্রিশ বছর পর এক অনন্য রেকর্ড গড়লেন শ্রীলঙ্কান স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে হাসারাঙ্গা নিয়েছেন পাঁচ উইকেট। সেই সাথে টানা তিন ম্যাচে পাঁচ উইকেট নেওয়ার দারুণ কীর্তিও গড়েছেন তিনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২৪ রানে ৬ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু করেছিলেন এই লঙ্কান স্পিনার। পরের ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে নেন ১৩ রানে ৫ উইকেট। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিনি একই কাজ করে ওয়াকার ইউনিসের টানা তিন ম্যাচে ৫ উইকেটের রেকর্ড স্পর্শ করলেন ২৫ বছর বয়সী লেগস্পিনার। ওয়ানডে সংস্করণে এমন অর্জন আছে শুধু দুজনেরই।

১৯৯০ সালের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও ৫ উইকেট নেন ওয়াকার। প্রায় ৩৩ বছর পর পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলারের সঙ্গী হলেন হাসারাঙ্গা।

নারী অ্যাশেজ:

অজি অলরাউন্ডার সাদারল্যান্ডের অনন্য কীর্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লরেন ফিলারের লেগ স্টাম্পের ওপর করা ডেলিভারি ফ্লিক করে মিড উইকেট দিয়ে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে কাঙ্ক্ষিত সেঞ্চুরিতে পৌঁছে গেলেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। হেলমেট খুলে চওড়া হাসিতে ড্রেসিং রুমের দিকে ব্যাট উঁচিয়ে সারলেন উদযাপন। ওই ওভারে মারলেন আরও দুটি চার, গড়লেন অনন্য এক কীর্তি। চলমান উইমেন্সস অ্যাশেজের একমাত্র টেস্টে অস্ট্রেলিয়া হয়ে আট নম্বরে নেমে চমৎকার এক সেঞ্চুরি উপহার দেন সাদারল্যান্ড। ১৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ১৮৪ বল ও ২৬২ মিনিট স্থায়ী ইনিংসে ১ ছক্কার সঙ্গে মারেন ১৬টি চার। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই আট বা তার নিচে নেমে সাদারল্যান্ডের এই ইনিংস সর্বোচ্চ। টেস্ট ছাড়া ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে আট থেকে এগারো নম্বরে সেঞ্চুরি নেই একটিও। টেস্টে আট বা তার নিচে নেমে তিন অঙ্ক ছোঁয়া তৃতীয় ইনিংস এটি। ১৯৯৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন শ্রীলঙ্কার চামারি সেনেভিরত্নে। সাদারল্যান্ডের স্বদেশি ক্যারেন প্রাইস অপরাজিত ১০৪ রান করেছিলেন ১৯৪৮ সালে, ভারতের বিপক্ষে। মেয়েদের অ্যাশেজে আট বা তার নিচে নেমে সেঞ্চুরি এটিই প্রথম। ট্রেন্ট ব্রিজে ম্যাচের প্রথম দিন গত বৃহস্পতিবার ২৩৮ রানে ষষ্ঠ উইকেট পতনের পর ক্রিজে যান সাদারল্যান্ড। দিন শেষে এই অলরাউন্ডার অপরাজিত থাকেন ৩৯ রানে। দ্বিতীয় দিন পঞ্চাশ পূরণ করেন ১০০ বল খেলে। সেখান থেকে সেঞ্চুরিতে পা রাখেন মাত্র ৪৮ বল। সাদারল্যান্ডের ১৪৮ বলের সেঞ্চুরিটি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মেয়েদের টেস্টে দ্রুততম। ১৯৮৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই জিল কেনার তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন ১৫৬ বল খেলে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলতি টেস্টে ৯৯ রানে আউট হন অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার এলিস পেরি। মেয়েদের টেস্টে এক রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে না চতুর্থ ব্যাটার তিনি। সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালে ইংল্যান্ডের বেটি স্নোবল ৯৯ রানে আউট হন। এরপর পেরির দুই স্বদেশি কেনার (১৯৮৪ সালে) ও জেস জোনাসেন (২০১৫ সালে) এই তেতো স্বাদ পান।

ব্রাজিলকে কাঁদিয়ে

শিরোপা ঘরে তুললো আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কনমেবল অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটসাল টুর্নামেন্টের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা।

২৫ জুন স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা আর বাংলাদেশ সময় রাত ৩টায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তুললো আর্জেন্টিনা।

এর আগে গ্রুপ পর্বে দু'দলের শেষ ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হলেও এবার ব্রাজিলকে হারিয়ে শিরোপা নিজেদের করে নেয় আর্জেন্টিনা।

কনমেবল অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটসাল টুর্নামেন্টে গ্রুপ বি'তে ছিল আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। এছাড়াও অন্য দলগুলো হলো উরুগুয়ে, ইকুয়েডর এবং পেরু।

অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট:

পিচ নিয়ে অ্যান্ডারসনের আক্ষেপ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ পিচ মানেই পেস বোলারদের জন্য স্বর্গ- এতদিন এমনটি হয়ে আসলেও এজবাস্টনে চলতি অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে পিচ ছিল অনেকটাই ব্যাটিং সহায়ক। যদিও, চার ইনিংসের মধ্যে দুবারই দুদল অলআউট হয়েছে, আর দুবার পড়েছে আটটি করে উইকেট। কিন্তু, ইংল্যান্ড খেলেছে পুরোদস্তর আগ্রাসী মেজাজে। তাই, ইংলিশ পেসার জেমস অ্যান্ডারসন কষ্ট নিয়েই বললেন' 'এমন পিচে খেলা হলে আমার জন্য অ্যাশেজ এখানেই শেষ।'

৪০ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এই পেসার এজবাস্টন টেস্ট নিয়ে ২২ জুন কলাম লিখেছেন। নিজের কলামে অ্যান্ডারসন লেখেন, 'এই পিচে বল করা আমার কাছে কঠিন লেগেছে। যেখানে খুব বেশি সুইং ছিল না, রিভার্স সুইং ছিল না। এমনকি, ছিল না বাউন্স কিংবা গতিও। আমি বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করেছি যে কোনো কন্ডিশনে ভালো বোলিং করতে। এখানেও চেষ্টা করেছি। ভিন্ন কিছু হয়নি।'

এজবাস্টন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে দুই উইকেটে হেরে অ্যাশেজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে আছে ইংল্যান্ড। প্রথম টেস্টে মাত্র একটি উইকেট নিয়েছেন টেস্টে ৬৮৬ উইকেটের মালিক অ্যান্ডারসন। প্রথম ইনিংসে একমাত্র অসি ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারির উইকেট পেয়েছেন। ওই এক উইকেটে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক হাজার ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন অ্যান্ডারসন।

তবুও, সিরিজে দলে অবদান রাখতে চান অ্যান্ডারসন। নিজের কলামে তিনি বলেন, 'এটি লম্বা একটি সিরিজ। আশাকরি, আমি কোথাও না কোথাও অবদান রাখতে পারব। তবে, সব পিচ যদি এজবাস্টনের মতো হয়, তাহলে এই অ্যাশেজ আমার জন্য শেষ।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR